সমকাল

তারিখ ... 17 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

'নিয়োগবাণিজ্য' নিয়ে উত্তেজনা

ঢাকা বোর্ডে বিক্ষোভ কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

■ সমকাল প্রতিবেদক

পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগের দাবিতে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে তুলকালাম ঘটিয়েছেন কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা। তাদের ইন্ধনে গতকাল মঙ্গলবার এক শ্রেণীর কর্মচারী সকাল থেকেই বোর্ডে প্রেষণে কর্মরত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। এরপর বোর্ড প্রাঙ্গণে মিছিল করা হয়, সচিবের কক্ষের দরজায় লাথি মারা ও উপকলেজ পরিদর্শককে লাঞ্ছিত করা হয়। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাধারণ কর্মকর্তারা। তারা বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এ ঘটনার বিচার দাবি করেন। গতকাল কর্মকর্তারা সারাদিন কোনো কাজ করেননি। বিচার না হলে আজ থেকে তারা কলম বিরতির ঘোষণা দিয়েছেন।

গত সোমবার সমকালে 'ঢাকা বোর্ডে আবারও নিয়োগ-বাণিজ্য' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের পর ঢাকা বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা বোর্ডে প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হন। এর জের ধরে তারা ওইদিন সংবাদপত্রে তথ্য সরবরাহের অভিযোগ তুলে বোর্ড সচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ্রকে অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। গতকালও সকাল থেকে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি হুমায়ুন কবির ও সাধারণ সম্পাদক লোকমান মুন্সীর নেতৃত্বে এক শ্রেণীর কর্মচারী তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়ার দাবিতে বোর্ড প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করেন। তারা বোর্ড সচিবের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর-স্লোগান দেন। এ সময় তারা গণমাধ্যমের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করেন। এক পর্যায়ে ইউনিয়নের নেতা এবং কলেজ পরিদর্শন শাখার অফিস সহকারী মহিউদ্দিন ও মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখার উচ্চমান সহকারী মোকসেদ আলীর নেতৃত্বে ৫-৬ জন কর্মচারী বোর্ডের পাঁচ তলায় সচিব শাহেদুল খবির চৌধুরীর কক্ষের সামনে জড়ো হন এবং দরজায় লাথি দিতে থাকেন। তারা সচিবের বদলি দাবি করেন। পরে তারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষের সামনে গিয়ে তার বিরুদ্ধেও বিক্ষোভ করেন।

একই সময়ে বোর্ড প্রাঙ্গণে সভাপতি হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে কর্মচারীরা বিক্ষোভ করছিলেন এবং সচিবের বিরুদ্ধে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

ঢাকা বোর্ডে বিক্ষোভ কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

স্লোগান দিচ্ছিলেন। বোর্ডের উপকলেজ পরিদর্শক ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ এ সময় অফিসে ঢুকছিলেন। সচিবের বিরুদ্ধে স্লোগান শুনে তিনি ইউনিয়নের সভাপতিকে ডেকে জানতে চান, এসব কী হচ্ছে? তখন সভাপতি তার দিকে তেড়ে যান। তাদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। এ সময় কর্মচারীদের কয়েকজন তাকে ধাক্কা দেন এবং টেনেহিঁচড়ে আরেকদিকে নিয়ে যান।

তাকে লাঞ্ছিত করার খবর পেয়ে কর্মচারীদের অন্য একটি গ্রুপ সেখানে ছুটে যায়। তারা ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের সমর্থকদের ধাওয়া দিয়ে বোর্ড প্রাঙ্গণ থেকে বের করে দেন। মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈকে লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ঢাকা বোর্ডে কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ১২ কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের কক্ষে গিয়ে বিচার দাবি করেন এবং চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দেন, তারা বর্তমান পরিস্থিতিতে নিয়োগের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তারা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারী কর্মচারীদের বিচার দাবি করেন। কর্মকর্তারা আজ থেকে কলম বিরতির ডাক দিয়েছেন। তবে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার কাজ এর বাইরে থাকবে। বিকেলে ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক সমকালকে বলেন, 'উপকলেজ পরিদর্শকের ওপর হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে বোর্ডের উপসচিব (প্রশাসন) নাজমুল হককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নের নেতাদেরও বলা হয়েছে শান্ত থাকতে।' তিনি বলেন, 'কর্মকর্তারা নিয়োগের দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক নন বলে জানিয়েছেন।'

সম্প্রতি ৪৯ জনকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঢাকা বোর্ড। এর পর থেকে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা। তাদের বিরুদ্ধে নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্য করার অভিযোগ উঠেছে। গত মাসে ইউনিয়নের নেতাদের স্বজনপ্রীতির কারণে পর পর দুটি নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ ছাড়া নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিজি প্রেসে ছাপতে দেওয়ারও বিরোধিতা করেছেন ইউনিয়নের নেতারা। তারা চান নিজেরা প্রশ্ন ছাপাতে। যেন প্রশ্ন ফাঁস করে তারা নিজেদের পছন্দের লোকদের নিয়োগ দিতে পারেন। এ নিয়ে কর্মকর্তারা আপত্তি তুলেছেন। তারা চান স্বচ্ছভাবে নিয়োগ সম্পন্ন করতে।